এলিয়টের কবিতার বাংলা অনুবাদ॥

বিষ্ণু দে॥

অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে যাওয়া কিছুটা অসুবিধার। বিশেষ করে যেখানে অনুবাদের বিষয়বস্তু কবিতা এবং অনূদিত কবি টি·এস·এলিয়ট-এর মতো একজন দুরূহ, দুরধিগম্য ব্যক্তি-তু। অসুবিধের কারণ সার্থক অনুবাদ কবিতা মূল্যায়নের মাপকাঠি কি, তা সঠিক সুনির্দিষ্টভাবে আজও স্থির করা যায় নি। ঠিক কিসের নিরিখে অনুবাদ কবিতার সার্থকতা বিচার করা হবে তা সার্থকভাবে নির্ণয় করা হয়তো কিছুটা অসম্ভব-ও। অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি অনুবাদকের মধ্যেও স্ব-কৃত অনুবাদ সম্পর্কে অনিবার্য দ্বিধাগ্রস্ততাই তার প্রমাণ। অনেক সার্থক অনুবাদককেও দেখা গেছে অনুবাদ কর্ম সমাধা হবার পর সে বিষয়ে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব তিনি ত্যাগ করতে পারছেন না। কোথায় যেন তিনি তাঁর অনুবাদ-কর্মের সার্থকতা সম্পর্কে একটা সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছেন-ই। বোধহয় এই ধরণের অসুস্তি বোধ থেকেই শঙ্খ ঘোষ নিজের অনুবাদ করা কবিতা সম্পর্কে বলেন,

> ··· অনেকের মতো আমিও একথা জানি যে কবিতার ঠিক
> ঠিক অনুবাদ হয় না কিছুতেই, তবু করতে চাই অনুবাদ,
> ভালোলাগার টানে। এসব লেখাকে অনুবাদ না বলে
> অনুসর্জন বলাই কি তাই সংগত ? কেননা সৃজনের আনন্দও
> যদি কিছুটা না লেগে থাকে এর গায়ে, তবে কেনই-বা
> এতো আয়োজন।[১]

তাবলে সৃজনের আনন্দ-প্রবাহে রবার্ট লোয়েল-এর অনুসরণে 'ইচ্ছেমতো' বয়ে যেতে চাননি শঙ্খ ঘোষ। চাননি বাংলা কবিতার অন্য অনেক অনুবাদক-ও। এই

প্রসঙ্গে মানতে হবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে অনুবাদক হিসেবে যাঁরা সার্থক সেই বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিদের কেউ-ই লোয়েল-এর 'ইমিটেশনস'-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। অথবা প্রখ্যাত আমেরিকান সমালোচক এডমান্ড উইলসনের (Edmund Wilson) মতো তাঁরা বলেন নি,

> I have always said that the best translations — the 'Rubaiyat' for example — are those that depart most widely from the originals — that is, if the translator is himself a good poet.[২]

আসলে এঁরা সকলেই বোধ হয় এই ধরণের একটা ধারণায় আস্থা রাখতেন যে মূলের বন্ধনস্বীকারী অনুসর্জন-ই অনুবাদ। বলাই বাহুল্য মূল বলতে এখানে তাকেই বোঝান হয়েছে যে ভাষাকে স্বীকার করে নিয়ে অনুবাদক তাঁর অনুবাদের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন তুর্কী ভাষার কবি নাজিম হিকমতের কবিতার ইংরিজি অনুবাদকে মূল বলে মেনে নিয়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায় অপূর্ব অনুবাদ করতে পেরেছেন তাঁর কবিতা।

তবু স্বীকার করতেই হবে "... পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হ'ক, তা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। কালিদাস ঠিক কি লিখেছেন জানতে হলে তাঁর নিজের রচনাই পড়তে হয়।"[৩] এলিয়ট সম্পর্কেও একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেই সঙ্গে এও সত্য "... পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনামাত্রই অনুবাদের মুখাপেক্ষী।

যাঁরা ব'লে থাকেন যে অনুবাদ রচনা ও পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র"[৪] তাঁদের উদ্দেশ্যে 'কালিদাসের মেঘদূতে' অনুবাদকের বক্তব্য অংশে বুদ্ধদেব বসু তাই বলেন -

> শেক্সপিয়র ও কীটস অনুবাদে ভিন্ন গ্রীক বা লাতিন
> সাহিত্য জানেননি, এবং ভারতীয় মানসে যে-দুটি গ্রন্থ
> সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী, সেই মহাভারত ও রামায়ণ
> সর্বভারতে বহু শতক ধ'রে অনুবাদে বা অনুলিখনে
> প্রচারিত হচ্ছে। ইংরেজি ভাষার যে - বাইবেল
> পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ, সেটি অনুবাদ বা
> অনুবাদের অনুবাদ কিন্তু তার পাঠকদের মধ্যে
> ক-জনের তা মনে পড়ে, বা মনে পড়লেও কী এসে যায় ?[৫]

অনুবাদ আসলে সাহিত্যের একটি বিশেষ জাত, এবং এই বিশেষ জাতের সাহিত্যের সঙ্কট সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিকরা যে বরাবরই ওয়াকিবহাল ছিলেন এও বাস্তব ঘটনা। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর তর্জমা কবিতার সংকলনের নাম দেন 'প্রতিধ্বনি' এবং ভূমিকায় স্বীকার করেন কবিতার 'রূপান্তর অসম্ভব'। সেই সঙ্গে এ ঘটনাও সমান সত্য ও বাস্তব যে অনুবাদ-সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থেকেও কবিরা অনুবাদ-কর্মে হাত দিতে দ্বিধা করেননি। "মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা, গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ" একথা জেনে-শুনে-ই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন। বাংলা কবিতার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন 'অন্য দেশের কবিতা' নামে একটি সুন্দর বই।

আমরা যতোই অনুবাদ কর্মকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিনা কেন, ইতালীর প্রবাদানুসারে বলিনা কেন অনুবাদক মাত্রই বিশ্বাস ঘাতক, অথবা "all translation is a crutch for human incompetence"একথা, স্বীকার করতেই হবে -

> বিশ্বের বিচিত্র ভাষায় বদ্ধ মনীষাকল্পনার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলো সর্বসাধারণের আস্বাদের অতীত থেকে যেত যদি যাদুখানে অনুবাদক না থাকতেন। ... তাই অনুবাদ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আপত্তি ব্যবহারিক কারণে অগ্রাহ্য না ক'রে উপায় নেই।[৬]

ফলে আরও অনেক বড় কবির মতো আধুনিক কবি টি.এস.এলিয়টও অনুবাদের আওতা থেকে মুক্তি পান নি। কোনো বড় কবির ক্ষেত্রেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

এর আগে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে বাংলা আধুনিক কবিতার জগতে বিশেষ একটা সময় এসেছিল যখন এলিয়টের ছায়ায় অনেক আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন ও স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করেছেন। বাংলা কবিতার এই পর্বে এবং এর পরেও বহু কবি অনুবাদ করেছেন এই মহান কবির কবিতা। বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শঙ্খ ঘোষ, বার্ণিক রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, এমন কি রবীন্দ্রনাথ-ও এ তালিকা থেকে বাদ যাননি। শতবর্ষের সমারোহে যখন এলিয়ট আরও একবার নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন সেই সময়েও কিছু ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার পাতায় আমরা এলিয়টের কবিতার সুন্দর কিছু অনুবাদ পেয়ে যাই কখনো বা অখ্যাত কিছু কবির কলমে। তবে এলিয়টের অনুবাদক হিসেবে বিষ্ণু দে-র কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। কারণ কবিতার অনুবাদ বিষয়টিকে তিনি এক গুরু-কর্তব্য

হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনেক বেশি নিষ্ঠাবান। আন্তর্জাতিক চৈতন্যকে বাঙালি মানসে প্রবাহিত করার জন্যে, বাংলা কবিতার শিল্প-রূপকে আরও দীপ্তি করার তাগিদে কখনো তিনি অনুবাদ করেছেন লেবাননের আরবি ভাষার সমাজতান্ত্রিক কবি খলিল জিব্রাণ-এর কবিতা, কখনো রিলকের। তাঁর অনুবাদের জগতে সিমোনফ, ল্যাংস্টন হিউজ, লুই আরাগঁ, ব্রেশট, মাও ৎসে তুং, হো চি মিন ছাড়াও বহু দেশের বহু কবির অনুপ্রবেশ ঘটেছে সহজেই। শুনলে আমরা হয়তো অবাক হবো সারা জীবনে বিষ্ণু দে-র অনূদিত কবিতার সংখ্যা প্রায় সাতশো। ৭ তবু 'এলিঅটের কবিতা' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

এলিয়ট এক সময়ে বিষ্ণু দে-র অনুভূতিলোকের ঈশ্বর ছিলেন। জীবনের একটি পর্যায়ে এলিয়টের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন তিনি, ভাবশিষ্য হতে চেয়েছিলেন তাঁর। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এলিয়টের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে মোট সতেরটি কবিতা বেছে নিয়ে অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে। এর মধ্যে কিছু দীর্ঘ কবিতাও আছে। এই অনুবাদের পেছনে কবির ভাব জগতের যে বিক্রিয়া কাজ করেছিল তার নেপথ্য কাহিনী আলোচিতব্য বিষয় নয়, শুধু অনুবাদ কর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আবার উঠবে 'Journey of the Magi' কবিতার কথা। এই কবিতাটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের আলোচনায় দু'একবার বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ এসেছে। এখন বিষ্ণু দে-র অনুবাদ 'রাজর্ষিদের যাত্রা'র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখছি, বিষ্ণু দে-র সঙ্গে স্বভাবগত সাদৃশ্যের জন্যে-ই হয়তো কবিতাটি মেজাজের দিক দিয়ে অনেক বেশি এলিয়টের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদি Form -এর কথা ওঠে সেক্ষেত্রেও কবিতার দৃশ্যরূপ, পংক্তি সংখ্যা কিংবা পংক্তির দৈর্ঘ্য ও সজ্জা, কি ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বেশি মূলানুগ থাকতে চেয়েছেন এই অনুবাদক।

এলিয়টের যে কাটা-কাটা কথা বলার ভঙ্গী তাও যেন কবিতাটিতে অনেকখানি বর্তমান। তবু কিছু সমস্যা থেকেই গেছে।

একটু নমুনা দেওয়া যাক :

'A cold coming we had of it,
Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey :
The ways deep and the weather sharp,
The very dead of winter.'
And the camels galled, sore-footed, refractory,
Lying down in the melting snow.
There were times we regretted
The summer palaces on slopes, the terraces,
And the silken girls bringing sherbet.
Then the Camel men cursing and grumbling
And running away, and wanting their liquor
and women,
And the night-fires going out, and the lack of
shelters,
And the cities hostile and the town unfriendly
And the villages dirty and charging high prices :
A hard time we had of it.

(Journey of the Magi : T.S. Eliot)

আমাদের সে যাত্রা হিমে
বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়ে
অভিযান, ও রকম দীর্ঘ-অভিযান :
পথঘাট কাদায় গভীর, ধারালো হাওয়া
দুর্গম পর্বতে, শীতের চরম।
আর উটগুলি উত্যক্ত, খুরে ঘা, তেরছা মেজাজ
থেকে থেকে শুয়ে পড়ে পলকে বরফে।
মাঝে মাঝে আমাদেরও আফশোষ হয়েছে
কোথায় গড়ানে সেই গ্রীষ্মাবাস, সেই হাওয়াখানা,
রেশমী মেয়েরা বয় সরবৎ পেয়ালা।
তারপরে উটের লোকেরা দিব্যি পাড়ে গজ গজ করে,
পালায়, চাহিদা তোলে মদ আর স্ত্রীলোকের,
আর নিভে যায় রাতের আগুন, আর আস্তানা জোটে না।
শহর বিরুদ্ধ সব আর সদর বেগানা
গ্রামগুলি নোংরা, হাঁকে গলাকাটা দাম :
দুঃসময় শেষ আমাদের।
(বিষ্ণু দে : রাজর্ষিদের যাত্রা, এলিয়টের কবিতা)

মূল কবিতার 'We had of it' শব্দগুচ্ছের দুটি যোগ্য ব্যবহার, দুটি বিস্ময়কর প্রয়োগ কেন যে রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দে-ও এতো সহজে এড়িয়ে গেলেন। কবিতার প্রথম পংক্তি- 'A cold coming we had of it' -এর We had of it'-কে আবার ১৬ নম্বর পংক্তিতে 'A hard time we had of it' -এর মধ্যে ফিরিয়ে আনায় রাজর্ষিদের যাত্রার প্রতিকূলতা, দৈর্ঘ্য, ক্লান্তি সেই

সংগে এসব সত্ত্বেও এই মহৎ অভিযানের প্রতি তাঁদের যে আন্তরিক টান, তা স্পষ্ট ব্যঞ্জিত হয়েছিল। বিষ্ণু দে-র হাতে পংক্তিদুয় প্রথমে, 'আমাদের সে যাত্রা হিমে (A cold coming we had of it) ও পরে, 'দুঃসময় গেল আমাদের' (A hard time we had of it) রূপে অনূদিত হয়ে একেবারে সাধারণ হয়ে গেছে। এলিয়টের কবিতার 'The ways deep' কে বিষ্ণু দে অনুবাদ করেন, 'পথঘাট কাদায় গভীর' এখানে কাদার প্রসঙ্গ এলো কেন ? তবে 'Charging high prices'- এর বাংলা 'হাঁকে গলাকাটা দাম' যথাযথ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে আলোচ্য গ্রন্থে এই ধরণের উৎকৃষ্ট অনুবাদের নমুনা আমরা আরও পাব। 'Journey of the Magi' ব্যতিরেকে আরও যে নয়টি সাধারণ যাপের কবিতা বিষ্ণু দে অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন সেগুলি হলো -

১. Aunt Helen (হেলেন আমি)
২. La Figlia Che Piange (য়ো দোশিজা যো রোই)
৩. The Wind sprang up at four O' clock
(লাফিয়ে উঠল হাওয়া)
৪. Animula (জীবকণা)
৫. A Song for Simeon (সিমেওনের গান)
৬. Marina (মারিনা)
৭. Lines for an Old Man (এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য কয়ছত্র)
৮. To the Indian who died in Africa
(আফ্রিকায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি কয়ছত্র)
৯. A dedication to my wife (আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ-পত্র)

আলোচনার জন্যে প্রথমে এই কবিতাগুলি বেছে নেবার একমাত্র কারণ এই সব ক্ষেত্রে অনুবাদককে অপেক্ষাকৃত কম সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রেও

অপেক্ষাকৃত বেশি মূলানুগ থাকতে পেরেছেন তিনি। 'Aunt Helen' কবিতার মধ্যে কিছুটা কাহিনীর ছোঁয়া আছে যা এলিয়টের কবিতায় সাধারণত এতো সরাসরি থাকে না। সেই সঙ্গে আছে ইংগিতময়তাও। যেমন হেলেন-মাসির মৃত্যুর পরও, 'The Dresden clock continued ticking on the mantelpiece'; বিষ্ণু দে-ও এই ব্যঞ্জনাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছেন তাঁর অনুবাদে— 'ড্রেসডেন ঘড়িটা টিকটিক করে চলল ম্যান্টেলপীসে'। এই কবিতার আখ্যানাংশ ক্লাইমেক্স পর্যায়কে স্পর্শ করেছে শেষ তিনটি পংক্তিতে :

And the footman sat upon the dining-table
Holding the second housemaid on his knees -
Who had always been so careful while her mistress lived.

অনুবাদ :

এবং বেয়ারাটা খাবার টেবিলের উপরে চেপে বসল
হাঁটুর উপরে টেনে তুলে সংসারের দুনম্বর দাসীটিকে -
কর্ত্রীর জীবদ্দশায় যে ছিল সর্বদাই অতি সাবধান॥

এক্ষেত্রে অনুবাদক-ও হেলেন-মাসীর পরিণতির ক্লাইমেক্স-এর সৌন্দর্যকে বেশ ধরতে পেরেছেন তাঁর ভর্জমায়।

'La Figlia Che Piange' কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে খুব বেশি কথার প্রয়োজন নেই, মূলের সঙ্গে ভর্জমার তুলনা করতে গিয়ে শুধু দুটি-কয় অসঙ্গতি-ই চোখে পড়ে মাত্র।

এলিয়ট লিখেছেন :

Stand on the highest pavement of the stair
Lean on a garden urn -

Weave, weave the sunlight in your hair -
Clasp your flowers to you with a pained
Surprise -
Fling them to the ground and turn
With a fugitive resentment in your eyes :
But weave, weave the sunlight in your hair.

কবিতার একই পংক্তিকে দৃশ্যকের ব্যবধানে আবার প্রায় অবিকল ফিরিয়ে আনা এলিয়টের লেখন-ভঙ্গীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইভাবে কবিতার মধ্যে সাংগীতিক মেজাজ যুক্ত করতে চান তিনি। কখনো আনতে চান বিশেষ এক ব্যঞ্জনা বা গভীরতা। বিষ্ণু দে আবার কীভাবে তা এড়িয়ে গেলেন ।

আলোচ্য অংশের অনুবাদ হয়েছে :

দাঁড়াও সিঁড়ির সব উঁচু পইঠায়
কুসুম বেদীর গায়ে হেলান দাও -
সূর্যালোক বোনো বোনো তোমার চুলের ছায়ায় -
ফুলগুলি তোমার জাপটে ধরো করুণ বিস্ময়ে -
ছুঁড়ে দাও মাটিতে আর ফিরে তাকাও
উড়ন্ত বিরাগ এক তোমার চোখের আশ্রয়ে :
তবু বোনো সূর্যালোক বোনো তোমার চুলের ছায়ায়।

অনুবাদ তো শুধু শব্দার্থ নয়। অর্থ এক থাকলেও 'Weave, weave the sunlight in your hair' -এর অনুবাদ বিষ্ণু দে দুবার দুইভাবে করে মূল কবিতাটিকে কিছুটা আহত করেন নি কি? তবে ষষ্ঠ পংক্তির অনুবাদ সুন্দর হয়েছে, সন্দেহ নেই। তাবনে কবিতার শেষ স্তবকের শুরুতে 'She turned away' -এর

অনুবাদ 'তন্বী তো ফিরাল মুখ' ঠিক হলো না বোধহয়। কারণ 'তন্বী' বলতে 'she' -র থেকে একটু বেশি কিছুকে বোঝায়। হয়তো মূল কবিতায় যে নায়িকার উল্লেখ আছে সে 'তন্বী'ই। তবে অনুবাদে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব অনুবাদক না গ্রহণ করলেই পারতেন।

'The wind sprang up at four O'clock' কবিতাটির অনুবাদ প্রথমে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৪৮-এ 'চারটে নাগাদ লাফিয়ে উঠল হাওয়া' নামে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তাকারে প্রকাশ করার সময় অনুবাদক এর সামনের অংশ ছেঁটে ছোট করে কবিতাটির নাম রাখেন 'লাফিয়ে উঠল হাওয়া'। কবিতার পংক্তির দৈর্ঘ্যের চেয়ে শিরোনামের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ায় দৃষ্টিগত অস্বস্তি এড়ানোর জন্যই হয়তো এ সিদ্ধান্ত। সাধারণ ভাবে এ অনুবাদ আমাদের ভাল-ই লাগে।

Here, across death's other river
The Tatar horsemen shake their spears.

অনুবাদ :

হেথা মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত।।

শ্রেষ্ঠ অনুবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উদাহরণটি সার্থক।

অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলানুগতার উপরেও একটা কিছু আছে, তা হলো অনুবাদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি, মূল থেকে একটু সরে যাওয়া, এক কথার জায়গায় দশ না হলে-ও, চার কথা বলা, ইত্যাদি অনুবাদ কবিতার ক্ষেত্রে না মেনে নিলে চলে না। নাহলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হবার অবস্থা হয়। কিন্তু অনূদিত কবিতায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা একটি অনিবার্য শর্ত। যার অভাবে 'জীবকণা' (Animula

কবিতার অনুবাদ) কবিতাটি নিতান্ত আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। ঠিক সেই ভাবে অনুবাদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা গেছে বলেই কিছুটা বিকৃতি ও অপসরণ ঘটা সত্ত্বেও 'সিমেয়নের গান' (মূলে কিন্তু A Song for Simeon) নামের কবিতাটি বেশ উতরে গেছে। প্রখ্যাত কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কতটুকু এলিয়ট' নামে প্রবন্ধে এই অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। প্রয়োজনে আগ্রহী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন। আমরাও সে সব প্রসঙ্গে পরে কিঞ্চিৎ আসব। তার আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নেওয়া যাক 'Marina', 'Lines for an Old Man', To the Indian who died in Africa', 'A dedication to my wife' কবিতা প্রসঙ্গে। যদিও শেষ দুটি কবিতা এলিয়টের কাব্য ধারায় একটু অন্য ধরণের। কারণ এতোটা সহজ আটপৌরে সুরে নিতান্ত কম বার-ই এই কবি কথা বলেছেন জীবনে। কোনো একটি ঘটনাকে প্রতীক-রূপকের আড়াল ছাড়াই এতো সাদা-মাটা ভাবে কবিতাতে ধরেছেন তিনি কদাচিৎ। বিষ্ণু দে-ও তাঁর অনুবাদে এই সহজ সুরটি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আর 'Marina' কি 'Lines for an old Man' কবিতা দুটির অনুবাদও যে কতো সুন্দর ও টান-টান হয়েছে তা সামান্য উদ্ধৃতি দিলেই বুঝে উঠতে পারা যাবে।

উদাহরণ :

১. Those who sharpen the tooth of the dog, meaning
Death
Those who glitter with the glory of the humming
bird
meaning
Death

Those who sit in the sty of contentment, meaning
Death
Those who suffer the ecstasy of the animal meaning
Death

(Marina : T.S. Eliot)

অনুবাদ :

যারা বসে শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অর্থাৎ
মরণ
যারা শোভা পায় মনিয়াপাখির রং বাহারে, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব বাসা বাঁধে তুষ্টির খোঁয়াড়ে অর্থাৎ
মরণ
যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অর্থাৎ
মরণ

২. The tiger in the tiger-pit
Is not more irritable than I.

(Lines for an Old Man : T.S. Eliot)

অনুবাদ :

বাঘও তার বাঘের কন্দরে
তিরিক্ষি আমার মতো নয়।

(এক বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য কয় ছত্র)

৩. A man's destination is his own village,
His own fire and his wife's cooking ;
To sit in front of his own door at sunset
And see his grandson, and his neighbour's grandson
Playing in the dust together.

অনুবাদ :

প্রতি মানুষের গন্তব্য আপন গ্রাম,
নিজের সংসার আর গৃহিনীর সুহস্তে রন্ধন;
সূর্যাস্তে আপন দ্বারের সামনে ব'সে থাকা
আর, চেয়ে দেখা নিজের নাতি ও প্রতিবেশীর নাতিতে
ধূলায় মাটিতে মিশে খেলা।
(আফ্রিকায় নিহত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি কয় ছত্র)

৪. But this dedication is for others to read :
These are private words addressed to you in public.
(A Dedication to my wife : T.S. Eliot)

অনুবাদ :

কিন্তু এ উৎসর্গ-পত্র অন্যদের পাঠের উদ্দেশ্যে :
এগুলি নিভৃত কথা প্রকাশ্যে তোমাকে নিবেদিত ॥
(আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ-পত্র)

তবে সব শেষে বিষ্ণু দে-র অনুবাদ করা এলিয়টের কবিতা যে 'কতটুকু এলিয়টে'র হয়েছে এ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ যে বিতর্ক তুলেছেন সে সম্পর্কে কিছু না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুরু থেকে আগাগোড়া অনুবাদ কবিতা বিচারের যে

দৃষ্টিকোণ ও মাপকাঠি আমরা ব্যবহার করে এসেছি এ নিবন্ধে, সেই অনুসারেই, কোনো কোনো অনুবাদের বিচার করতে গিয়ে আমাদেরও একটু অসুস্তির উদ্রেক হয়। অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান (The Love Song of J.Alfred Prufrock -এর অনুবাদ), নিসর্গ দৃশ্য (Landscapes -এর অনুবাদ) , বরনট্ নরটন্ (Burnt Norton কবিতার অনুবাদ) ইত্যাদি কবিতার অনুবাদে কবির কৃতিত্ব অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেওয়ার পরও আমরা বলব অনেক ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। শঙ্খ ঘোষ যত সব বিচ্যুতি, কি 'অকারণ সম্প্রসারণে'র উল্লেখ করেছেন, এ ব্যাপারে আমরা না হয় আর একটু উদার হলাম, কিন্তু এলিয়ট অনুবাদ করতে গিয়ে 'দেশীয়করণের সমস্যা' বিষ্ণু দে-কে যেভাবে যে দিকে চালিত করেছিল তা মেনে নেওয়া যায় না কিছুতেই। 'Gerontion' কবিতার 'Here I am, an old man in a dry month'কে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তর্জমা করলেন তিনি, 'এই তো রয়েছি এক বুড়ো, ভিজে ভাদুরে বাদলে'। এখানে 'dry' যেহেতু 'ভিজে' হল, ফলে তার পরের পংক্তি-র 'Waiting for rain' হয়ে গেল, 'রৌদ্রের আশায়'। এই পর্যন্ত না হয় মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু 'Thought of a dry brain in a dry season' যখন 'এ ভরা বাদরে ভিজা মাথার চিন্তারা' হয়ে যায় তখন আমাদের মনও প্রতিবাদী না হয়ে পারে না। কারণ মূল কবিতার এক বিপরীত ইমেজের অনুভূতি জাগায় এই পংক্তি-টি। আসলে অনুষঙ্গের দেশীয়করণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে সমস্যা দূর করার বদলে সমস্যা বাড়িয়েছেন মাত্র।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক দেশীয়করণ সমস্যাটি কবির কাছে এমন তীব্র হয়ে উঠল কেন ? উত্তর খুঁজতে একটু গভীরে যেতে হবে আমাদের। আমরা জানি এলিয়টকে আত্মীকরণ করতে চেয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে। কি তাঁর কবিতা কি কাব্য-ভাবনা সবই

অনুসরণযোগ্য ছিল তাঁর কাছে। আর এলিয়ট অনুবাদ সম্পর্কে মনে করেন : অনুবাদে অতীতকে তার আপন স্বাতন্ত্র্য রেখেই এখনকার মতো জীবন্ত করে তুলতে হবে। সে যে অনেক দূরের এই বোধ-ও যেমন চাই তেমনি এই অনুভূতিও অনুবাদে জাগাতে হবে যে সে এই মুহূর্তের-ও। "বিষ্ণু দে এ বিষয়ে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই এগিয়েছিলেন বলে বোঝা যায়। এলিয়টের কবিতার মধ্যে তিনি সমকালীন ভারতের রূপকে খুঁজতে চেয়েছিলেন, ..."[৮] এ প্রসঙ্গে যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ :

> ক. কারও কবিতা অনুবাদ করতে গেলে তাঁর কাব্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুবাদ-আদর্শও কি আমাদের বিবেচনাযোগ্য হবে ?[৯]
>
> খ. দেশীয় সংস্কৃতির বার্তাবহ করে তুলবার জন্য মূলের পুরাণকে বা আচারকে পালটে নিয়ে তাকে কি আমরা অনায়াস দেশীয়করণের দিকে পৌঁছে দিতে পারি ?[১০]

অনুবাদ সম্পর্কে এলিয়টের ধারণা যে তর্কাতীত নয় তা তো শঙ্খ ঘোষের এই প্রশ্ন তোলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সবচেয়ে মজার কথা এলিয়টের অনুবাদ আদর্শের যে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে 'Ash-Wednesday (1930) কবিতার অনুবাদের বেলায় তা এলিয়টের পক্ষেও সহ্য করে নেওয়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। 'Ash - wednesday' হয়েছে 'চড়কের গান'। খ্রীষ্টীয় পুনরুত্থানের বার্ষিক উদ্‌যাপনকে বলা হয় ঈস্টার। তার ঠিক আগের চল্লিশ দিন ধরে যে অনুশোচনা পর্ব, তারই একেবারে প্রথম দিনটি হলো Ash-wednesday. খ্রীষ্টানদের কাছে এ দিনটি হলো কান্নার, অনুতাপের, অনশনের, পাপ স্বীকার করে ইহজীবন থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনার দিন। 'চড়কের গানে' কি করে সে গভীরতা খুঁজে পাওয়া যাবে ? নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান হিসেবে এলিয়ট এই কবিতায় যে সেন্টিমেন্টকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন

'চড়কের গানে' তা যে রুদ্ধ হয়ে যাবে, তা বলাই বাহুল্য। ছয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই দীর্ঘ কবিতার প্রথম পর্বের প্রথম স্তবকের, 'Desiring this man's gift and that man's scope' হয়ে যায়, 'এর ইন্দ্রপ্রস্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা' আবার পরক্ষণেই 'why should the aged eagle stretch its wings ?' অনুবাদ করতে বিষ্ণু দে লেখেন, 'বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা আর কেন উড়বে অবাধ ? '' রামায়ণে-মহাভারতে মিলেমিশে গিয়ে একেবারে ভিন্ন একটা কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে তখন, খ্রিষ্টীয় জগতের চেয়ে খুবই সুদূর হয়ে যায় সেটা।''[১১] চড়ক মূলতঃ শিবের-ই পূজো। অথচ এই কবিতায় বারংবার রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গকে টেনে এনেছেন বিষ্ণু দে। কবিতার তৃতীয় পর্বের শেষ লাইনে 'but speak the word only' অনুবাদিত হয়ে হলো 'তবুও শোনাও তব গীতা ?' এ কি একজন খ্রীষ্টানের কাছে অভিপ্রেত হতে পারে ? কবিতার দেশীয়করণ মানে তো তার সেন্টিমেন্টের দেশীয়করণ নয়। শুধু এখানে নয় Gerontion বা বিষ্ণু দে-র 'জরায়ণ' কবিতাতেও আমরা দেখি খ্রীষ্ট-আবির্ভাবের কাহিনী 'Came Christ the tiger' হয়ে গেছে 'এল কৃষ্ণ নরসিংহ'।

সুতরাং আলোচনার শেষে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসাই কি ঠিক হবেনা যে ''বিদেশের সংস্কৃতিকে দেশীয় ঐতিহ্যের রূপকের মধ্যে আনতে গিয়ে আমরা বিদেশের ঐতিহ্যকেও যথাযথ পাইনা, দেশীয় ঐতিহ্যকেও হারাই। প্রতিরূপ আর অনুরূপ, এ দুয়ের মধ্যে অনিশ্চিত ভাবে দুলতে দুলতে অনুবাদ হয়ে দাঁড়ায় একেবারে ভিন্ন কোনো কবিতা। সেই অনুবাদ দিয়ে বিষ্ণু দে-র মন হয়তো আমরা কিছুটা চিনতে পারি, কিন্তু এ যে কতটুকু এলিয়ট, এই প্রশ্নটা তবু থেকেই যায়।''[১২]

বিষ্ণু দে এলিয়টের কবিতার একজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদকর্মের এ সীমাবদ্ধতাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে।

অন্যান্য কবি ॥

শুধু রবীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে কেন বাংলায় এলিয়টের কবিতা অনুবাদ করেছেন আরও অনেকেই। এই সমস্ত অনুবাদকের কেউ কেউ হয়তো বা কবি হিসেবে তেমন উল্লেখযোগ্য নন, তাবলে তাঁদের অনুবাদ কর্মকেও অনুল্লেখযোগ্য মনে করলে ভুল করা হবে। আবার অন্যদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বাংলা সাহিত্যের অনেক উল্লেখ-যোগ্য কবির-ই এলিয়ট অনুবাদ পরিমাণগতভাবে তেমন উল্লেখের দাবি রাখে না। শঙ্খ ঘোষ যদিও বা 'Four Quartets' গ্রন্থের 'The Dry Salvages' নামক দীর্ঘ কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন, তবে সুধীন্দ্রনাথের 'Burnt Norton' -এর অনুবাদ যে অঙ্কুরেই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তা সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথও জানতেন।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর এলিয়ট অনুবাদকে 'অল্প বয়সের চপলতা'[১৩] বলে উল্লেখ করেছেন। এ যদি তাঁর বিনয় না হয়, তাহলে কি আমরা আবার সেই সত্যের-ই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করব যে কবির নিজের সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন সব সময়ে ঠিক হয় না। এ অনুবাদ, গ্রন্থ-বন্দী হয়েছিল ১৩৬১ সালে, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত বিশ্ব কবিতার অনুবাদ সংকলন 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত'-এ। পরবর্তীকালে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনেও এ লেখা স্থান পায়। সব শেষে এটি ছাপা হয়েছে কবির 'বহুল দেবতা বহু সুর' নামক অনুবাদ কাব্য গ্রন্থে।

এর মধ্যে সময় গড়িয়েছে অনেকটা। কবির মন হয়েছে আরও পরিণত, আরও গভীর। ফলে 'অনুবাদের দায়' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে, ঐ গ্রন্থে 'যত না ভেবেছি তার চেয়ে ভাবনার ভঙ্গি করেছি বেশি।'[১৪] তবে এই 'ভঙ্গি'র, ভাবনায় পরিণত হতে অসুবিধে হয়নি।

অনুবাদকের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ক্রমশ আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন শঙ্খ ঘোষ। এর মধ্যে অনুবাদের আদর্শ সম্পর্কে কিছু ডিত্তিগত রদবদল ঘটে গেছে তাঁর চিন্তায়। ফলে প্রবীন বয়সের পরিণতি নিয়ে এলিয়টের 'The Dry Salvages' -এর অনুবাদকেও যে তিনি আর একবার নতুন চিন্তার রসে জারিয়ে নেবেন তা এমন কথা কি। তাই 'সপ্ত সিন্ধু দশদিগন্তে-'র সংগে তুলনা করলে 'বহুল দেবতা বহু সুরে'র অনুবাদে অনেক উল্লেখযোগ্য বদল চোখে পড়বে। ইতিমধ্যে বিষ্ণু দে-র এলিয়ট অনুবাদকে বিচার করতে গিয়ে এই কবি লক্ষ করেছেন অর্জমার ক্ষেত্রে 'দেশীয়করণের সমস্যা' অনুবাদকে কীভাবে পীড়িত করে। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তিনি, 'বিদেশের সংস্কৃতিকে দেশীয় ঐতিহ্যের রূপকের মধ্যে আনতে গিয়ে আমরা বিদেশের ঐতিহ্যকেও যথাযথ পাই না, দেশীয় ঐতিহ্যকেও হারাই।'[১৫] এই উপলব্ধি থেকে বিদেশের ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে ছোঁবার চেষ্টায় শঙ্খ ঘোষ, In the rank ailanthus of the April door yard, In the smell of grapes on the autumn table -এর প্রথম অনুবাদ, 'চৈত্রের দুয়ার প্রান্তে কৃষ্ণচূড়া সারিতে সে ছিল,/ অথবা আমের গন্ধে জ্যৈষ্ঠের ভাঁড়ারে'-কে পরবর্তী গ্রন্থে বদলে করেছেন 'এপ্রিল-দুয়ার প্রান্তে এলেন্থাস সারিতে সে ছিল/ কিংবা আঙুরের ঘ্রাণে হেমন্ত টেবিলে।' এই প্রসঙ্গে আর-ও একটি উদাহরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'Not far from yew-tree' পংক্তি-টিকে তিনি প্রথমে অনুবাদ করেছিলেন এই ভাবে 'অশুখের অনেক দূরে নয়' পরবর্তীকালে 'বহুল দেবতা বহু সুরে' আমরা পংক্তি-টির পাঠান্তর লক্ষ করি, 'ইউ-গাছের অনেক দূরে নয়।' এছাড়াও অল্প কিছু বদল আছে পরের অনুবাদে। যেহেতু পৃথিবীর কোনো অনুবাদ-ই সমালোচনাতীত নয়, তাই সমালোচনা-যোগ্য কিছু অসঙ্গতিও আছে। তবে যে সচেতনতা নিয়ে শঙ্খ ঘোষ 'The Dry Salvages' -এর পরিমার্জনে হাত দিয়েছিলেন তা মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করবার মতো।

এক সময়ে 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তে'র এ অনুবাদ নিয়ে কথা উঠেছিল। বিভিন্ন অসঙ্গতির নির্দেশ করে অনেক সমালোচক বলেছিলেন, 'ড্রাই স্যালভে জেসে'র অনুবাদ মূলানুগ হয়নি।'[১৬] এমন কি শঙ্খ ঘোষের এ অনুবাদে রাবীন্দ্রিকতা লক্ষ করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীকালের বিভিন্ন যথাযথ পরিমার্জনে এ অনুবাদ বাংলা কাব্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জমা হয়ে উঠেছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। দুটি অনুবাদের কিছু কিছু অংশের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। 'The Dry Salvages' -এর আদি অনুবাদে প্রথম পর্বে আমরা লক্ষ করি 'Sullen' শব্দের বাংলা করেছেন শঙ্খ ঘোষ 'রুদ্র', 'Calculating future' হয়েছে, 'ভবিষ্যৎ রচে' কিন্তু পরবর্তীতে তা পরিণত হয়েছে যথাক্রমে 'ক্রোধী' এবং 'ভবিষ্যৎ জপে' শব্দে, যা প্রত্যাশিত ছিল বলেই আমাদের মনে হয়।

মূলের একটি পংক্তি, 'Then only a problem confronting the builder of bridges' যখন, 'তার পরে একমাত্র দুরূহতা দেখা দেয় সেতুর নির্মাণে' থেকে 'তারপরে একমাত্র দুরূহতা জানে শুধু সেতুর নির্মাতা'য় পরিমার্জিত হয়, কিংবা 'And the wailing warning from the approaching headland' -এর অনুবাদ যখন 'আর তীব্র সতর্কতা উচ্চারিত আসন্ন ভূভাগে' থেকে 'আর আর্ত সতর্কতা উচ্চারিত আসন্ন ভূভাগে'-তে গিয়ে ঠেকে তখন অনুবাদকের মূলের প্রতি আন্তরিকতাকে আমরা লক্ষ না করে পারি না।

আর-ও কয়েকটি অন্য ধরণের উদাহরণ দিলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব 'বহুল দেবতা বহু স্বর'-এর পরিমার্জন কত সার্থক হয়েছে :

Encouraged by superficial notions of evolution

(The Dry Salvages, II)

১. এই ভ্রান্তি জেগে ওঠে লঘুকল্প বিবর্তনবাদে

(সন্ত সিংহ দশ দিগন্ত)

এই ভুল জেগে ওঠে ভাসা-ভাসা বিবর্তন বাদে

(বহুল দেবতা বহু সুর)

২. Their face relax from grief into relief

(ঐ, III)

শোক থেকে সরে এসে তাদের মুখের ছায়া আপাতত নিরুদ্বেগ

(ঐ)

ব্যথা থেকে সরে এসে তাদের মুখের ছবি আপাতত নিরুদ্বেগ

৩. And do not think of the fruit of action

(ঐ)

ফলের প্রত্যাশা কোনো রেখোনা হৃদয়ে

(ঐ)

কর্মের ফলের কথা ভেবো না কখনো

(ঐ)

'ভ্রান্তির' বদলে 'ভুল' বা 'লঘুকল্পে'র বিকল্প হিসেবে 'ভাসা-ভাসা' শব্দের নির্বাচন আপাত দৃষ্টিতে হয়তো কিছুই নয়, 'শোক'-কে সরিয়ে 'ব্যথা' বা 'ছায়া'র বদলে 'ছবি'কে ডেকে আনা কিংবা 'প্রত্যাশা'কে এড়িয়ে যেতে 'do not think'- এর পরিষ্কার অনুবাদ, 'ভেবো না', পরিমার্জন হিসেবে যতো সামান্য-ই হোক এর শেকড় অনেকটা গভীরে। এ ধরণের উদাহরণ একটু খুঁজলে আর-ও অনেক পাওয়া যাবে। আর আমরা কি লক্ষ করে দেখেছি, ঠিক এইভাবেই শঙ্খ ঘোষ যেন এলিয়টের কাটা-কাটা কথা বলবার ভঙ্গিটাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন 'বহুল দেবতা বহু সুর'-এ। কখন যেন রবীন্দ্রনাথের গন্ধ-ও মুছে গেছে অনুবাদের গা থেকে।

এমতাবস্থায় 'বহুল দেবতা বহু সুর'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে জগন্নাথ চক্রবর্তীর মতো আমাদের-ও বলতে ইচ্ছে হয়,

> এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেটস'-এর 'দ ড্রাই স্যালভেজেস' অংশটির অনুবাদই এই সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপহার। যে অভিনিবেশ দিয়ে তিনি এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন কবি তিনটি অংশের অনুবাদও যদি তা করেন তবে বাংলা সাহিত্যে তা হবে এক মূল্যবান সংযোজন।[১৭]

শঙ্খ ঘোষের এই অসম্পূর্ণ কাজকে অন্য দু'জন কবি সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁরা হলেন অনুবাদক রফিক্ত সিংহ ও জগন্নাথ চক্রবর্তী স্বয়ং। এ আলোচনায় মূল্য দিতে হবে সম্পূর্ণ 'Four Quartets' গ্রন্থটির প্রথম অনুবাদক রফিক্ত সিংহকে।

আমরা জানি এলিয়টের কবিতাকে প্রধান চারটি পর্বে ভাগ করতে চেয়েছেন অনেক সমালোচক। তাঁদের মতে প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত কবিতার মধ্যে পড়ে 'Preludes' ও 'The Love Song of J. Alfred Prufrock' জাতীয় রচনা। দ্বিতীয় পর্বের ক্ষেত্রে 'The Waste Land' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর তৃতীয় পর্বে আছে তাঁর খ্রীষ্টান কবিতাগুচ্ছ। আলোচ্য 'Four Quartets' চতুর্থ পর্বের ফসল। এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত টি·এস·এলিয়টের সমগ্র কাব্যজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'Four Quartets'; এটি তাঁর অনেক পরিণত বয়সের সৃষ্টি-কর্ম। অনেকের মতে তিনি তাঁর সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়টিকে ধরে রেখেছেন এই কাব্য-গ্রন্থে। সুতরাং এ গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ যে নিতান্ত সহজ কথা নয় তা আমরা জানি। তবু রফিক্ত সিংহের কৃতিত্বকে স্বীকার করতে হবে, কেননা সাধারণভাবে তাঁর অনুবাদ যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি মূলানুগ-ও হয়েছে।

সমালোচকের চোখ নিয়ে এ অনুবাদেও খুঁজলে খুঁত যে অনেক পাওয়া যাবে বলাই বাহুল্য। অনুবাদক রঞ্জিত সিংহ এলিয়টের পংক্তি বিন্যাসকে অনেকক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজনে অদল-বদল করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়তি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এসে গেছে তাঁর অনুবাদে। এসে গেছে ব্যাখ্যা করে কথা বলার প্রবণতা। 'Footfalls echo in the memory' -র অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি যে 'স্মৃতির অলিন্দ' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেছেন তা কতোটা যথাযথ হয়েছে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। অথবা 'The black cloud carries the sun away' যখন এই অনুবাদকের হাতে পড়ে হয়ে যায়, 'অসিশ্যামল মেঘ সূর্যকে করেছে অপসারিত, অনাভাতি', সেক্ষেত্রে এলিয়টের মতো শব্দ-ব্যয় কাতর কবির অনুবাদের ক্ষেত্রে তা ঠিক হল কিনা সে প্রশ্নও উঠবে। Unredeemable -এর বাংলা অপরিশোধনীয় ঠিক হল কি ? প্রশ্ন উঠবে আর-ও অনেক। তবে এ অনুবাদ গ্রন্থের সামগ্রিক সার্থকতায় আপনা থেকেই এসব প্রশ্ন ক্ষীণ হয়ে যায়।

নিরবধি কাল এবং প্রতি মুহূর্ত, এই দুয়ের অবাঙ্মানসগোচর মর্ত্যযোগে আমরা আছি, এরই রহস্য এলিয়টকে 'Four Quartets' লিখতে প্রবৃত্ত করেছে। 'Four Quartets' সম্পর্কে প্রখ্যাত কবি অমিয় চক্রবর্তীর কিছু গভীর মন্তব্য মনে পড়ে যাচ্ছে,

> ... চতুষ্কোণ হীরের মতো চারটি কবিতায় একক এই প্রকৃষ্ট রচনায় বিশেষ একটি নিগূঢ় তত্ত্বের আলো ঠিকরেছে। ... কালের পরমতত্ত্ব এই চারটি কবিতাকে ছেয়ে আছে। ছোট ছোট গ্রামের নামে এই কবিতাগুলি রচিত - Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding; তার চতুর্দিকে বৎসরে-বৎসরে এলিয়ট তাঁর ভাবনার আকাশ

বিস্তার করেছেন। ... আমরা যেখানে আছি তার
একদিকে শেষ, একদিকে নতুন আরম্ভ; অথচ সমস্ত
মহাকালের মধ্যে আরম্ভও নেই, শেষও নেই।[১৮]

এই গভীর রহস্যময় তত্ত্বকথাকে রশ্মিজিৎ সিংহ অনেক সময় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁর অনুবাদে।

দু-একটি উদাহরণ দিলে তা অনুধাবন করে ওঠা যাবে :

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.

(Burnt Norton, I)

সময় বর্তমান এবং সময় অতীত
সময় ভবিষ্যতে উভয়ই হয়ত স্থিত,
আর সময় ভবিষ্যৎ সময় অতীতে নিহিত।

(ঐ)

এবার আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় দীর্ঘ কবিতা 'East Coker' -এর থেকে একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

You say I am repeating
Something I have said before. I shall say it again.
Shall I say it again ? In order to arrive there,
To arrive where you are, to get from where you are
not,

You must go by a way wherein there is no ecstasy.
In order to arrive at what you do not know
You must go by a way which is the way of ignorance.
In order to possess what you do not possess
You must go by the way of dispossession.
In order to arrive at what you are not
You must go through the way in which you are not.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not.

(East Coker III)

তুমি বলতে পারো আমি পুনরাবৃত্তি করছি
যা পূর্বে বলেছি সেই সবেরই কিছু কিছু। আমি আবার সে কথাগুলি বলব।
সে কথাগুলি কি আবার আমি বলব ? সেখানে পৌঁছনোর জন্য,
পৌঁছনোর জন্য যেখানে তুমি আছ, কিছু পাওয়ার আশায় যেখানে তুমি নেই,
তোমাকে সেই পথেই যেতে হবে যে স্থান উন্মাসউদ্দীপনাহীন।
যা তুমি জান না সেখানে পৌঁছনোর জন্য
তোমাকে সে পথেই যেতে হবে যে পথ অজ্ঞতার।
যা তোমার হয়নি নষ্ট, সেগুলিতে অধিকার পাওয়ার জন্য
তোমাকে সে পথেই যেতে হবে যে পথের যাত্রী তুমি নও।
এবং যা তুমি জাননা সেইটিই তুমি শুধুমাত্র জান

এবং যেসবে তুমি অধিকার পেয়েছ সেসবেই তোমার অধিকার নেই
এবং যেখানে তুমি সেখানে তুমি নেই।

(ঐ)

এবার জগন্নাথ চক্রবর্তীর লেখা থেকে একই অংশের অনুবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ক. বর্তমান কাল আর বিগত যে কাল
উভয়েই বর্তমান বোধ করি ভবিষ্যৎ কালে,
বিধৃত বিগত কালে ভবিষ্যৎ কাল।

(চৌতাল, ঐ)

খ. তুমি বল এ আমার আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি
পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা। আমি তা আবারও ঘাঁটব।
আমি কি আবারও ঘাঁটব ? সেখানে পৌঁছাতে হলে,
যেখানে রয়েছ তুমি সেখানে পৌঁছাতে হলে, তুমি নেই যেইখানে
সেইখান থেকে যেতে হলে
অবশ্যই যাবে তুমি সেই পথে যে পথে উচ্ছ্বাস নেই।
যে বিষয়ে অজ্ঞ তুমি সে বিষয়ে জ্ঞান চাও যদি
অবশ্যই যাবে তুমি সেই পথে যেটি অজ্ঞতার পথ।
তোমার যা নেই তাই ভোগ করা যদি অভিলাষ
অবশ্যই যাবে তুমি সেই পথে যে পথ ত্যাগের।
যদি হতে চাও তুমি যা নও এখনও
অবশ্যই যাবে তুমি সেই পথে যে পথে কখনও তুমি নেই
তুমি যা জানো না শুধু সেটুকুই জানো
তোমার যা নেই শুধু সেটুকুই রয়েছে তোমার
এবং যেখানে নেই সেইখানে আছ।

(চৌতাল, ঐ)

মূলের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে আমরা বুঝতে পারব জগন্নাথ চক্রবর্তী অধিক স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদের ক্ষেত্রে। সে তুলনায় রঞ্জিত সিংহের অনুবাদ অনেক বেশি মূলকাব্যকে স্পর্শ করে আছে। তবু আমাদের বিচারে 'Four Quartets' গ্রন্থের এ দুটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদই বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ফসল।

এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকায় ও অন্যত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেকেই এলিয়ট অনুবাদ করেছেন। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে হুমায়ুন কবির এলিয়টের 'La Figlia Che Piange' কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন, 'নিবিড় কেশের জালে তোমার আলো জড়াও', এই নামে। অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায়। এর পর ১৩৬১ সালে প্রকাশিত 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' গ্রন্থটিতে শঙ্খ ঘোষ ছাড়াও দেবতোষ বসু Preludes কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। তবে সে অনুবাদ আমাদের তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি।

হালে 'কবিতাসু'র বিশেষ টি·এস·এলিয়ট সংখ্যায় কবির বিখ্যাত কবিতা 'The Hollow Men' -এর অনুবাদ করেছেন সুব্রত রায়। তবে সুজিত সরকার সম্পাদিত 'কবিকৃতি'র পাতায় একই কবিতার আনন্দ বাগচীকৃত অনুবাদ আরও অনেক পরিণত। এ প্রসঙ্গে আর যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হলেন কমল মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মুখোপাধ্যায়। 'শিলীন্ধ্র' পত্রিকার টি·এস·এলিয়ট জন্ম শতবর্ষ সংকলনের পৃষ্ঠায় এঁদের অনুবাদ করা এলিয়টের অসাধারণ কবিতা 'Choruses from The Rock' -এর আংশিক অনুবাদ মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়না।

সবশেষে একটা কথা না বললে ভুল হবে, এইসব অনামী কবিদের প্রয়াস যতো ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ-ই হোক না কেন বাংলায় এলিয়ট-চর্চার ক্ষেত্রে এঁদের কিছুটা অবদান থেকে-ই যায়।

The Waste Land - এর বাংলা অনুবাদ ॥

সারা বিশ্বে The Waste Land এলিয়টের সর্বাধিক পরিচিত, আলোচিত এবং বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ। সম্ভবত এটি বিশ্বের দুর্বোধ্যতম কাব্যগ্রন্থের একটি। কাজেই -এর অনুবাদকর্ম নিতান্ত সহজ কথা নয়। তবু বাংলার অনেক কবি ও অনুবাদক এই কঠিন কর্মে ব্রতী হয়েছেন। সুখের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য। The Waste Land -এর চারটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আমাদের সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত -

১. এলিঅটের পড়ো জমি - বার্ণিক রায় - ১৯৭১
২. পোড়ো জমি - অনিল বিশ্বাস - ১৯৭৪
৩. পোড়ো জমি - জগন্নাথ চক্রবর্তী - ১৯৯১

যদিও প্রকাশকাল অনুসারে বার্ণিক রায়ের গ্রন্থটি অনিল বিশ্বাসের পূর্বকালীন, তবু আমাদের অনুযান, দ্বিতীয় অনুবাদটিই The Waste Land -এর আদি অনুবাদ। কারণ এলিয়ট অনুরাগী কবি বিষ্ণু দে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন :

> এলিঅটের প্রাচীনতম ভক্তদের মধ্যে আমি একজন এবং অনিল যে আগ্রহে ও শ্রদ্ধাস্বীকার ক'রে "ওয়েস্টল্যানড্"এর অনুবাদ করতে ভয় পাননি, তার জন্য আমার মতো অনেকেরই অভিনন্দন তাঁর প্রাপ্য।'

আমরা লক্ষ করে দেখব এই ভূমিকাটি বিষ্ণু দে লিখেছিলেন ১০.২.৬৬ তারিখে। হয়তো কোনো কারণে গ্রন্থটির প্রকাশ বিলম্বিত হয়েছিল।

এবার আমরা বরং The Waste Land -এর মর্মস্পর্শী একটি অংশের অনুবাদ কোন অনুবাদক কীভাবে করেছেন তা পাশাপাশি রেখে দেখতে পারি :

Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water
If there were water we should stop and drink
Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet are in the sand
If there were only water amongst the rock

১. এখানে কোথাও জল নেই শুধুই পাথর
পাথর, কোনও জল নেই ও বালির পথ
ঊর্ধ্বে পাহাড়ের মধ্যে এই রাস্তা এঁকে বেঁকে যাচ্ছে
সমস্ত পাহাড়ে জলশূন্য পাথুরে পর্বত
যদি-বা কোথাও জল থাকে আমরা সকলে খেয়ে জল খাবো,
পাথরের মধ্যে কেউ থামতে পারে না কিংবা ভাবতে পারে না
ঘাম শুকনো, পা দুটো বালির মধ্যে
পাথরের মধ্যে যদি শুধু জলই থাকতো
(এলিঅটের পড়ো জমি : বুদ্ধ কি বলেছিল, বার্ণিক রায়)

২. এখানে নেইকো জল কেবলি পাথর
পাথরই এবং জল নেই আর বালুপথ

পাহাড়ের মাঝদিয়ে উপরে উঠচে পথ ঘুরে ঘুরে
নির্জলা পাথরে তৈরি পাহাড় এগুলি
জল থাকলে আমরা থামতুম পান করতুম সে-জল
পাথরের মধ্যে থামা কিংবা ভাবা যায় না কে(?)।
ঘামতো শুকনো আর বালুতে পা ডুবে যায়
পাথরে থাকতো যদি শুধুমাত্র জল
(পোড়ো জমি : বজ্র কী যে বলেছিল, অনিল বিশ্বাস)

৩. এখানে পাথর শুধু, জল নেই
জলশূন্য শুধুই পাথর, পথ শুধু বালুপথ
ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে ওপরে পাহাড়ে
নির্জলা পাথরে গড়া এ পাহাড়
জল পেলে পথে থেমে পান করা যেত
পাথুরে পথের মধ্যে কে থামে কে ভাবে
শুকনো ঘাম গায়ে, তপ্ত বালুতে চরণ
পাথরের মধ্যে যদি জল থাকত হায় শুধু জল
(পোড়ো জমি : বজ্রবাণী - জগন্নাথ চক্রবর্তী)

বাংলা ভাষায় 'The Waste Land' চর্চার ক্ষেত্রে উল্লিখিত অনুবাদ গ্রন্থগুলির বিশেষ ভূমিকা আমরা অবশ্যই স্বীকার করব। আমরা সকলেই জানি এলিয়ট নিজে যে 'Notes on the Waste Land' লিখেছিলেন তা কাব্যটির সম্যক উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু বার্ণিক রায় ও অনিল বিশ্বাস তাঁদের অনুবাদ গ্রন্থে যে গদ্যাংশ সংযোজিত করেছেন তা প্রকৃতই মূল্যবান। অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে তাঁরা এ কাব্যের টীকা-টীপ্পনী তৈরি করেছেন। কাব্যটির পুরাণ

অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা গভীর আন্তরিকতায়। 'The Waste Land' -এর প্রত্যেকটি পর্বের গদ্য সারাংশও বাংলায় পরিবেশিত হয়েছে তাঁদের অনুবাদ গ্রন্থে। বিশ্বের দুর্বোধ্যতম এই কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে তা আমাদের সহায়তা করে।

সবশেষে বলতে হয় শিঞ্জন ভট্টাচার্যের 'পড়ো জমির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ'-এর কথা। 'কবিতাসু' পত্রিকার টি·এস·এলিয়ট বিশেষ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রণগত অনেক ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও রচনাটিকে আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি।

এইভাবে এ যাবৎ বাংলায় এলিয়টের কবিতার অনুবাদের যে সমস্ত উদ্যোগ আমাদের নজরে এসেছে এখানে তার একটি বিবরণধর্মী রূপরেখা উপস্থিত করা হল। এই রূপরেখা থেকেও বোঝা যায় আধুনিক কালের বাঙালি কবিরা কতো ব্যাপকভাবে এলিয়টের মননধর্মী রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই আকর্ষণের প্রভাব যেমন কবিদের মৌলিক রচনাকে প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল তেমনি এলিয়টের কবিতাকে বাংলা ভাষার মাধ্যমেও বাঙালি পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।